দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৯ DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

গাংনীতে শতাধিক প্রধান শিক্ষকের করেসপন্ডিং স্কেল এখন গলার কাঁটা

■ আমিরুল ইসলাম অন্তাম, গাংনী (মেহেরপুর) সংবাদদাতা

গাংনীতে শতাধিক প্রধান শিক্ষকের করেসপন্ডিং স্কেল এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত বেতন বোনাস সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় এজি অফিস বেতন বিল বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০৩ জন প্রধান শিক্ষককে করেসপন্ডিং স্কেলে উত্তোলন বেতন-ভাতা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও গত দুই মাস প্রধান শিক্ষকরা অফিসে আন্ডার টেকিন দিয়ে বেতন বোনাস উত্তোলন করেছেন। এ মাসে আবারও শিক্ষা অফিসার ও গাংনী উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বেতন বোনাস তোলার পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার আকবর আলী ওই শিক্ষকদের উত্তোলন করা টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে বেতন সমন্বয় করার নির্দেশ দেন। তারপরেও শিক্ষকরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অফিস সহকারীদের চাপ সৃষ্টি করে বেতন বিল তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি না করা হলেও কয়েকজন প্রধান শিক্ষক এক ভুয়া পরিপত্র বলে শিক্ষা অফিসার ও হিসাব রক্ষণ অফিসারকে ম্যানেজ করে বেতন সমন্বয় করেন। ১০৩ জন প্রধান শিক্ষক প্রায় কোটি টাকা অতিরিক্ত বেতন উত্তোলন করেন। সে সময় সরকারি ও নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মোটা অংকের টাকা উৎকোচ দিয়ে বেতন সমন্বয় করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। পরে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও শিক্ষা অফিসার অন্যত্র বদলি হন।

চলতি বছরের অক্টোবর মাসে আশরাফুল ইসলাম নতুন উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে যোগদান করেন এবং প্রধান শিক্ষকদের চাকরির নথিপত্র যাচাই করলে করেসপন্ডিং স্কেলের অনিয়ম ধরা পড়ে। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি দপ্তরে খোঁজ নিয়ে করেসপন্ডিং স্কেলের কোনো পরিপত্র না পেয়ে শিক্ষা অফিসকে একটি পত্র দেন। পত্রে ১০৩ জন প্রধান শিক্ষককে তাদের উত্তোলন করা সব টাকা ফেরত ও পুনরায় বেতন সমন্বয় করে হিসাব রক্ষণ অফিসে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আজও শিক্ষকরা সেই অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেননি।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এহসানুল হাবিব জানান, সাবেক শিক্ষা অফিসার কিভাবে করেসপন্ডিং স্কেল দেওয়ার সুপারিশ করেছেন তা জানা নেই। আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা যে পত্র পাঠিয়েছেন সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাদের জন্য পৃথক বেতন বিল তৈরি করা হচ্ছে। বার বার আন্ডার টেকিন দিয়ে বেতন দেওয়া ঠিক হবে না।